# ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ-পূর্বক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুণর্গঠিত টাস্কফোর্স এর প্রথম সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | ঃ | অতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এম.পি<br>চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়)<br>ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণপূর্বক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুণর্গঠিত টাস্কফোর্স। |
| স্থান | ঃ | খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ। |
| তারিখ ও সময় | ঃ | ০৫ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, সকাল ১১:০০ ঘটিকা |
| উপস্থিতি/অনুপস্থিতি | ঃ | পরিশিষ্টক |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে এবং উপস্থিত সকলের সহিত পরিচিত হয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভায় বিগত ০৩/০৬/২০০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয় ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। উপস্থিত সদস্যগণের কারো কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতভাবে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। অতঃপর পুণর্গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব এবং কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক এ টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি এবং ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সংক্ষিপ্ত চিত্র সদস্যগণের অবগতির জন্য Power Point এর মাধ্যমে উত্থাপন করেন, যার সংক্ষিপ্ত-সার নিম্নরূপঃ

পুণর্গঠিত টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি ঃ

ক. প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন ঃ

১. বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রদেয় ২০(বিশ) দফা প্যাকেজ সুযোগসুবিধা যথাযথভবে দ্রুত বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা ও সহায়তা করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার পাশাপাশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের তরফ হতে পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ;

২. পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার সমন্বয় রক্ষার্থে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

৩. প্রত্যাগত শরণার্থীদের যেসব স্থানে (নিজের বসত বাটিসহ) পুনর্বাসিত করা হয়েছে সরেজমিনে সেসব স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত সমস্যাদির (যদি থাকে) সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ; এবং

৪. শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঃ

১. তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ এবং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

২. অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধন এবং পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান; এবং

৩. অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যাদি স্থানীয়ভাবে সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান।

খ. টাস্কফোর্সের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ

১. টাস্কফোর্সের কর্মপরিধি হবে পার্বত্য তিনটি জেলা;

২. কার্যালয় হবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর;

৩ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এদের অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ টাস্কফোর্সের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করবে এবং টাস্কফোর্সের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্সকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করবে; এবং

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্সের ব্যয় বহন করবে।

গ. এক নজরে সর্বশেষ অবস্থা ঃ

অ) ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন ঃ

| ক্রমিক | জেলা | মোট পরিবার | প্রাপ্ত বয়স্ক | অপ্রাপ্ত বয়স্ক | মোট লোকসংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা | ১২,১৭০ | ৫৪,২৯২ | ১০,০৩৮ | ৬৪,৩৩৫ | শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বিগত ১৯/০৮/২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় অবহিত করা হয়েছে যে, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীর অধিকাংশকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। |
| ০২ | রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা | ৫৩ | - | - | ২৭৭ | |
| ০৩ | বান্দরবান পার্বত্য জেলা | -- | -- | -- | -- | |
| মোট | | ১২,২২৩ | - | - | ৬৪,৬১২ | |

আ) অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঃ

| ক্রমিক | জেলা | উপজাতীয় পরিবার | অ-উপজাতীয় পরিবার | মোট পরিবার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা | ৪৫,৬৪২ | ৪১,৯০৭ | ৮৭,৫৪৯ | শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বিগত ১৯/০৮/২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় অবহিত করা হয়েছে যে, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর অধিকাংশকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। |
| ০২ | রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা | ৩৫,৫৯৫ | ১৫,৫১৬ | ৫১,১১১ | |
| ০৩ | বান্দরবান পার্বত্য জেলা | ৮,০৪৩ | ২৬৯ | ৮,৩১২ | |
| মোট | | ৮৯,২৮০ | ৫৭,৬৯২ | ১,৪৬,৯৭২ | |

৩। এ পর্যায়ে সভাপতি কার্যপরিধি এবং বর্তমান অবস্থার নিরিখে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণপূর্বক পুনর্বাসনের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যদের মতামত আহ্বান করেন।

(ক) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেন, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর তালিকা প্রস্তুতের সময় ব্যাপক প্রচারের অভাবে এবং ফরম না পাওয়ার কারণে অনেক প্রকৃত উদ্বাস্তু তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হতে পারেন নি। অন্যদিকে অনেকে উদ্বাস্তু না হয়েও পদ্ধতিগত শিথিলতার সুযোগে তালিকাভূক্ত হয়েছেন। এমতাবস্থায় বর্তমানে বিরাজমান উদ্বাস্তুর তালিকা যাচাই বাছাইপূর্বক সংশোধনসহ বাদপড়া উদ্বাস্তুদের তালিকায় অর্ন্তভূক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(খ) প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদেরকে প্রদেয় ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানান যে, সরাকারি/আধাসরকারি চাকুরীজিবী প্রত্যাগত শরণার্থীদের জেষ্ঠ্যতা প্রদানের বিষয়ে তালিকা প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও বিষয়টি অদ্যাবধি অনিষ্পন্ন রয়েছে। তাছাড়া প্রত্যাগত শরণার্থী পরিবারসমূহের ঋণ মওকুফের বিষয়টি বিশ দফা প্যাকেজে অর্ন্তভূক্ত থাকলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। গত সরকারের আমলে বিশ হাজার উপজাতীয় পরিবারকে উদ্বাস্তু তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করে সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেয়া হলেও অদ্যাবদি তা পূরণ করা হয়নি। এ বিষয়গুলো সমাধানের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

(গ) ২৪ পদাতিক ডিভিশনের প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিভিন্ন উৎস থেকে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর তালিকা সংগ্রহপূর্বক তা Cross-examine করে উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে।

(ঘ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকায় বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে কারও নাম না থাকার বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার দাবী রাখে।

(ঙ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তাঁর বক্তব্যে জানান যে, শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বের তিন দশকের পরিস্থিতির কারণে অসংখ্য পরিবার অন্যত্র সরে গিয়েছিলেন। এদের অনেকে উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণের পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। তিনি উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণের যথাযথ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি নির্ধারণ/উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাদপড়া উদ্বাস্তুদের তালিকাভূক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

(চ) জনাব এস. এম. শফি তার বক্তব্যে বলেন, সরিজমিন পরিদর্শনপূর্বক উদ্বাস্তু শনাক্তকরণের নিমিত্ত একটি উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

(ছ) সভায় সদস্য সচিব টাস্কফোর্সের কাজের প্রয়োজনে সদস্য কো-অপট করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাছাড়া তিনি আজকের সভায় সম্মানিত সদস্যগণ কর্তৃক পদত্ত মতামতের আলোকে পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণপূর্বক প্রকৃত তথ্য উপাত্ত ও অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

(জ) এ পর্যায়ে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে টাস্কফোর্সের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠানের উপর জোর দেন। পাশাপাশি টাস্কফোর্সের অফিস সংস্কার ও মেরামতসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ এবং বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা সভার গোচরীভূত করেন।

৪। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

| ক্রমিক | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| ১ | পুণর্গঠিত টাস্কফোর্স এর কাজ সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় করার নিমিত্ত সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতা কমিটিকে প্রদানের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে লিখা হবে। | চেয়ারম্যান/ সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স |
| ২ | সুষ্ঠুভাবে টাস্কফোর্সের কাজ পরিচালনার জন্য টাস্কফোর্সের কার্যালয়ের জন্য স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদায়নের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে লিখা হবে। | চেয়ারম্যান/ সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স |
| ৩ | টাস্কফোর্সের অফিস ভবন সংস্কার/মেরামত ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে লিখা হবে। | চেয়ারম্যান/ সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স |
| ৪ | প্রতি মাসে টাস্কফোর্সের কমপক্ষে ০১ (একটি) সভা অনুষ্ঠিত হবে। | চেয়ারম্যান/ সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স |
| ৫ | পুনর্বাসিত ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকা এবং পুনর্বাসিত অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা Sutonny MJ Font এ Rewritable CDতে জেলা প্রশাসকত্রয় আগামী সভায় সভাপতি ও সদস্য সচিব এর নিকট হস্তান্তর করবেন। | জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান |
| ৬ | পরবর্তী সভার জন্য নিম্নোক্ত আলোচসূচি নির্ধারণ করা হয় এবং আলোচ্যসূচি মোতাবেক তথ্য উপাত্ত প্রস্তুত রাখার জন্য সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হয়ঃ<br>১. বাদপড়া অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সনাক্তকরণ ও অন্তর্ভূক্তকরণের প্রক্রিয়া নির্ধারণ;<br>২. প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের বাস্তব চিত্র সরেজমিন পর্যবেক্ষণের জন্য উপ-কমিটি গঠন;<br>৩. বিশ দফা প্যাকেজ সুবিধা বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করণ ; এবং<br>৪. বিবিধ। | সকল সদস্য টাস্কফোর্স |

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/--

(যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়)
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন
এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণপূর্বক পুনর্বাসনের
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুণর্গঠিত টাস্কফোর্স

স্মারক নম্বরঃ বিক(চট্ট)/উটা/ ২৬৭ (২৫) তারিখঃ ২২/১০/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।
৫. জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৬. .....
সদস্য, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণপূর্বক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুণর্গঠিত টাস্কফোর্স।
৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণপূর্বক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুণর্গঠিত টাস্কফোর্সের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. অফিস কপি।

(এম, এ, রেন, ছিদ্দিক)
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য সচিব
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণপূর্বক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুণর্গঠিত টাস্কফোর্স।

পরিশিষ্ট ক

ক) সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) ঃ

১) জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স্।

২) জনাব রুইথি কার্বারী, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

৩) জনাব বৃষকেতু চাকমা, সদস্য, টাস্কফোর্স ও প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

৪) জনাব অংপ্রু ম্রো, সদস্য, টাস্কফোর্স ও প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

৫) জনাব এস, এম শফি, সদস্য, টাস্কফোর্স।

৬) জনাব সন্তোষিত চাকমা, প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।

৭) মেজর মোঃ লোকমান আলী, ডিএসও-২ (ইস্ট), খাগড়াছড়ি রিজিয়ন
প্রতিনিধি- জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন।

খ) সভায় অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণায়ের প্রতিনিধি।

২) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি।

গ) বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ

১) জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্, জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

৩) জনাব আব্দুল মান্নান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), বান্দরবান পার্বত্য জেলা।